বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

ক্রেডিট বিভাগ

পরিকল্পনা ও পরিচালন পরিপত্র নং-১৫/২০২২ তারিখঃ ০১/১১/২০২২

প্রজ্ঞাপন

বিষয়ঃ সমাজ ভিত্তিক ঋণ প্রদানের নীতিমালা ও নিয়মাচার প্রসঙ্গে।

সমাজ ভিত্তিক ঋণ প্রদান এর মূল উদ্দেশ্য কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি। ২০৩০ সালে এসডিজি (সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল) এর ০১. দারিদ্র্য বিমোচন; ০২. ক্ষুধা মুক্তি; ০৫. লিঙ্গ সমতা; ০৭. সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি; ০৮. শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি; ১০. অসমতা হ্রাস; ১২. পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন; ১৩. জলবায়ু কার্যক্রম; ও ১৪. জলজ জীবন অনুচ্ছেদ সরাসরি ও অন্যান্য অনুচ্ছেদসমূহ পরোক্ষভাবে বাস্তবায়নে সরকারের পদক্ষেপ এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক নিজস্ব তহবিলের আওতায় এ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য যেহেতু কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি সেহেতু এ কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করে সুবিধাভোগীদের দারিদ্র্য বিমোচনসহ আর্থ-সামাজিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই বিকেবি'র লক্ষ্য। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক সমাজ ভিত্তিক উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদান এবং এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষি খাতে সমাজ ভিত্তিক উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদানের বিষয়ে বিস্তারিত নীতিমালা ও নিয়মাচার তৈরি করে এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে মাঠ কার্যালয়ে ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে এ ঋণের নীতিমালা ও নিয়মাচার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় বর্ণিত বিষয়ের নীতিমালা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের ১৯/১০/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ৮১৭তম সভার (৩১/১০/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ৮১৮তম সভায় দৃঢ়ীকৃত) অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে জারী করা হলো।

০২। ঋণের উদ্দেশ্য ঃ

- কৃষি, কৃষি ভিত্তিক শিল্প, এসএমই কর্মকান্ড সহ সকল আয় উৎসারি ঋণ কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহের উদ্দেশ্যে ঋণ প্রদান।
- উল্লিখিত ও আগ্রহী জনগোষ্ঠীর জন্য সমাজ ভিত্তিক ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনয়ন ও উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করে আয় বৃদ্ধিসহ জাতীয় উৎপাদনে বিশেষ ভূমিকা রাখা।

০৩। ঋণের প্রকৃতি ঃ

এ সকল ক্ষেত্রে কৃষির উৎপাদন খরচ মেয়াদি (ছত্রিশ মাস পর্যন্ত অর্থাৎ গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ৩৬ মাস) ঋণ হিসেবে প্রদান করা যাবে। এছাড়া চলতি মূলধন ঋণ হিসেবেও ঋণ বিতরণ করা যাবে। সারা বছর ঋণ বিতরণ সুবিধাসহ এ ধরণের ঋণের ক্ষেত্রে মেয়াদি/চলতি মূলধন ঋণের সকল নিয়ম কানুন প্রযোজ্য হবে। দেশের ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা বিবেচনায় এবং বাস্তবতার নিরীখে ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে সারা বছর ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা যাবে।

০৪। সংজ্ঞাঃ

(ক) কৃষিঃ 'কৃষি' বলতে দেশের খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখার লক্ষ্যে এর সাথে জড়িত সকল কার্যক্রমকে বুঝাবে। কৃষিকে বিভিন্ন পরিসরে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। তবে ব্যাপক ভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে পণ্য উৎপাদন করে যা জীবন ধারণে সহায়তা করে যার মধ্যে খাদ্যশস্য, মৎস্য, পশুপালন, পোল্ট্রি, আঁশ, বনজ পণ্য উদ্যান/বাগান এবং এতদসংক্রান্ত সকল পরিষেবাকে বুঝাবে।

(খ) সমাজ ভিত্তিকঃ একটি সমাজের মধ্য হতে সমমনা কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে যখন একটি দল গঠন করে এর মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যে সমন্বিত উৎপাদনশীল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তাই সমাজ ভিত্তিক কার্যক্রম। সমাজ ভিত্তিক ঋণ প্রদান কর্মসূচি এমন একটি সামাজিক পদ্ধতি যা সামাজিকভাবে কোন উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে তাদের নিজস্ব পরিবেশে নির্দিষ্ট গোষ্ঠির লোকদের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে আয় উৎসারণ করে। এই পদ্ধতিতে একটি দলবদ্ধ গোষ্ঠি/ জনগণ বিদ্যমান চাহিদা এবং যোগানের ভিত্তিতে একটি টেকসই ও ন্যায়সঙ্গত ভিত্তিতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড

চলমান পাতা-০২

পরিচালনা করবে। সমাজ ভিত্তিক গঠিত দল ব্যাংকে ঋণের জন্য আবেদন করলে সংশ্লিষ্ট দল/প্রতিষ্ঠানের এলাকা ও কর্ম পরিচালনার এলাকা পরিদর্শন পূর্বক (ন্যূনতম ১০ সদস্যের দল থেকে সর্বোচ্চ ১০০ জন সদস্য বিশিষ্ট দলকে) প্রয়োজনীয় যাচাই বাছাই করে নির্বাচন করবে। গঠিত/নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে অনুচ্ছেদ নং ০৫(খ) মোতাবেক কমিটি গঠন করতঃ অনুচ্ছেদ নং ০৮ এ উল্লেখিত ঋণের আবেদন ফরম মোতাবেক ঋণের জন্য আবেদন করতে হবে। সমাজ ভিত্তিক গঠিত দল অংশীদারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিত হবে।

০৫। সমাজ ভিত্তিক কমিটি গঠনঃ

(ক) সমাজ ভিত্তিক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে জমি/সম্পত্তির প্রকৃত মালিকদের সমন্বয়ে একটি সাধারণ কমিটি ও একটি নির্বাহী কমিটি গঠন করতে হবে।

(খ) সাধারণ কমিটির নিকট হতে যারা কৃষি জমি লীজ গ্রহণ করবে তাদের মধ্যে উক্ত লীজকৃত জমিতে সমাজ ভিত্তিক কৃষি/এসএমই ব্যবসা পরিচালনার জন্য লীজ গ্রহিতাদের সমন্বয়ে একটি পরিচালনা কমিটি গঠন করতে হবে। পরিচালনা কমিটিতে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, সাধারণ সদস্য সহ কমপক্ষে ০৮(আট) সদস্য বিশিষ্ঠ কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটিতে ব্যাংক মনোনীত একজন সদস্য পর্যবেক্ষক হিসেবে থাকবেন। পরিচালনা কমিটির সভার কার্যক্রম ব্যাংকের প্রতিনিধি/সদস্যের উপস্থিতি ব্যতীত গ্রহণ যোগ্য হবে না অর্থাৎ ব্যাংকের প্রতিনিধি বাধ্যতামূলক ভাবে উপস্থিত থাকতে হবে।

(গ) ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ পরবর্তী সম্পূর্ণ দায় পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত পরিচালনা কমিটির কোন সদস্যের পরিবর্তন, অব্যাহতি, পদত্যাগ অত্র ব্যাংকের মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে সম্পন্ন করা যাবে না অর্থাৎ উল্লেখিত ক্ষেত্র সমূহে ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

০৬। ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ

গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য কৃষি ও কৃষি ভিত্তিক কর্মকান্ডে প্রান্তিক ও পেশাদার কৃষকদের একক/যৌথ মালিকানাধীন অথবা ইজারা প্রাপ্ত বিভিন্ন আয়তনের খামারে/ প্রকল্পে ঋণ প্রদান করা যাবে। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পের মাটি খনন/পুনঃ খনন, প্রকল্প তৈরিকরণ, ইজারা খরচ/মূল্য ইত্যাদি খাতে উদ্যোক্তাদের নিজস্ব বিনিয়োগ সম্পন্ন হবার পরই ব্যাংক ঋণ বিবেচনা করা যাবে। বর্তমানে প্রচলিত অত্র ব্যাংকের ক্রেডিট পলিসি এন্ড অপারেশন ম্যানুয়েল-২০১৯ এর ২.০১ ও ২.০২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কৃষক/ব্যক্তিবর্গ ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ অগ্রাধিকার পাবে।

০৭। ঋণের নর্মসঃ

মেয়াদি ঋণের আওতায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনার জন্য পরিচালন ব্যয় বিবেচনায় এনে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগের সংশ্লিষ্ট বছরের জন্য জারিকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালায় বিবৃত নর্মস মোতাবেক ঋণ মঞ্জুরি করা যাবে যা সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিতব্য নীতিমালার আওতায় পরিবর্তিত হবে। প্রাক্কলিত খরচ একক হিসেবে ধরে বিভিন্ন আয়তনের খামার/প্রকল্পে ঋণের পরিমাণ নিরুপণ করতে হবে। প্রদত্ত মোট উৎপাদন খরচের ৭০% পরিচালন ব্যয় হিসেবে মেয়াদি/ চলতি মূলধন আকারে ঋণ প্রদান করা যাবে। অবশিষ্ট ৩০% টাকা উদ্যোক্তা কর্তৃক ইকুইটি/ মার্জিন হিসাবে প্রদান করতে হবে।

০৮। ঋণের আবেদন ফরম ঃ

মেয়াদি ঋণের জন্য আবেদন ফরম (এল, এফ-২) এবং চলতি মূলধন ঋণের জন্য আবেদন ফরম (এল, এফ-৮) ব্যবহার করতে হবে। মেয়াদি/ চলতি মূলধন ঋণের ক্ষেত্রে আবেদন ফরমের মূল্য, প্রক্রিয়াকরণ ফি, সার্চ ফি এবং এ্যাপ্রাইজাল ফি অন্যান্য ঋণের মত প্রচলিত নিয়মে গ্রহণ করতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। সমাজ ভিত্তিক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে পরিচালনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী যুক্ত করতে হবে।

০৯। জামানতঃ

৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সহায়ক জামানত গ্রহণ ব্যতিরেকে ঋণ প্রদান করা যাবে। **তবে ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অবশ্যই সহায়ক জামানত গ্রহণ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, সার্কুলার লেটার নং-২৫(১২৫০) তারিখ ০৫/০৭/২০২১ এর নির্দেশনা মোতাবেক এসএমই ঋণ নীতিমালা-২০১০ এর আওতায় শুধুমাত্র নারী উদ্যোক্তাদের অনুকূলে ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সহায়ক জামানত গ্রহণ ব্যতিরেকে ঋণ প্রদান করা যাবে।**

চলমান পাতা-০৩

জামানত বিহীন ঋণ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত অতিরিক্ত নির্দেশনা পরিপালন করতে হবেঃ

ক) মাছ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জলাশয় ঋণ গ্রহীতাগণ কর্তৃক নিজস্ব জমিতে/লীজকৃত জমিতে নিজ খরচে মাছ চাষের জন্য উপযোগী করে নির্মাণ করতে হবে এবং তা শাখার মাঠকর্মী ও ব্যবস্থাপক কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে;

খ) উদ্যোক্তা সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা মর্মে বিষয়টি নিশ্চিত করণের নিমিত্তে খামার/বাড়ী/ চাষাবাদযোগ্য জমির মূল দলিল, খতিয়ান এর কপি ও হালসনের খাজনার দাখিলা ঋণ নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে। গৃহীত দলিলাদি/কাগজ পত্রাদি প্রচলিত নিয়মে ঋণ অবসায়নের পর ফেরৎ প্রদান করা হবে মর্মে মঞ্জুরি পত্রে উল্লেখ করতে হবে;

গ) সুদসহ ঋণাংকের পরিমাণ আবৃত করে অগ্রিম তারিখ সম্বলিত তফসিলি ব্যাংকের চেক গ্রহণ করতে হবে;

ঘ) উক্ত দলিলাদি ছাড়াও ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রচলিত অন্যান্য দলিলাদি সম্পাদন করতে হবে;

ঙ) নির্ধারিত দেয় তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে ঋণ আদায় না হলে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

চ) একক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে জামানত বিহীন ঋণ একীভূত করে কোন অবস্থাতেই ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকা এবং এসএমই ঋণ এর আওতায় নারী উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকার অধিক হতে পারবে না।

১০। ঋণ আবেদনের মূল্যায়নঃ ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে ঋণ ম্যানুয়েল অনুযায়ী ।

১১। ঋণের ঝুঁকি নির্ণয়ঃ ব্যাংকে বর্তমানে প্রচলিত নিয়মানুসারে ক্রেডিট রিস্ক গ্রেডিং ম্যানুয়েলের ভিত্তিতে ঋণের ঝুঁকি নির্ণয় করতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

১২। ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতাঃ প্রচলিত পরিপত্রের নির্দেশনানুযায়ী পর্ষদ সচিবালয় বিভাগের পরিপত্র নং-পসবি-০১/২০১৬ তারিখ ০১/০২/২০১৬ মোতাবেক প্রয়োগ করতে হবে। সময়ে সময়ে ব্যবসায়িক ক্ষমতা পরিবর্তিত হলে তা এ ঋণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

১৩। ঋণের সুদের হারঃ এ ঋণের ক্ষেত্রে সুদ হার হবে বার্ষিক ৯%। ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে পরিবর্তিত সুদের হার আলোচ্য ঋণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

১৪। দলিলায়নঃ

১) মৎস্য বন্ধকি দলিল (Fish Hypothecation Deed) সম্পন্ন করতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ;

২) ডি, পি, নোট নিতে হবে;

৩) লেটার অব কনটিনিউটি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) নিতে হবে;

৪) ইজারাকৃত পুকুরে/জলাশয়ে/জমিতে মাছ চাষ এবং কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইজারাদাতার নিকট হতে প্রযোজ্য মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে সম্মতি পত্র (Letter of Consent) গ্রহণ করতে হবে। সম্মতি পত্রে ইজারাকৃত জমিতে মাছ চাষ/কৃষি কাজ করার জন্য ইজারাদাতার সুস্পষ্ট সম্মতি উল্লেখ থাকতে হবে ;

৫) সুদসহ ঋণাংকের পরিমাণ আবৃত করে অগ্রিম তারিখ সম্বলিত তফসিলি ব্যাংকের চেক গ্রহণ করতে হবে;

৬) ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে বিধি মোতাবেক অন্যান্য দলিলায়ন সম্পন্ন করতে হবে।

১৫। ঋণ বিতরণঃ

ক) বিঘা প্রতি পরিচালন ব্যয়ের ভিত্তিতে মেয়াদি/চলতি মূলধন ঋণ মঞ্জুরি করা যাবে। চলতি মূলধন ঋণ হিসাবের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা শাখায় ঋণ হিসাবের মাধ্যমে মঞ্জুরিকৃত ঋণ সীমার মধ্যে উত্তোলন করতে পারবে এবং সমন্বয়চক্র অনুযায়ী ঋণের টাকা জমা/সমন্বয় করতে পারবে। চলতি মূলধন ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণের ক্ষেত্রে উক্ত ঋণের নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে। ঋণ ও মার্জিন অনুপাত হবে সর্বোচ্চ ৭০ ঃ ৩০। সমাজ ভিত্তিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি উত্তোলনের জন্য সভার সিদ্ধান্ত সম্বলিত আবেদন গ্রহণ করতে হবে।

খ) মঞ্জুরিকৃত ঋণের ৫০% সরবরাহকারীগণের অনুকূলে ব্যাংকিং ইনস্ট্রুমেন্ট (যেমনঃ পে-অর্ডার, আরটিজিএস, টিটি, বিএফটিএন, অনলাইন পেমেন্ট ইত্যাদি) এর মাধ্যমে বিতরণ করতে হবে। সর্বোচ্চ ৫০% পরিচালন ব্যয় ঋণ হিসাবের মাধ্যমে বিতরণযোগ্য হবে।

চলমান পাতা-০৪

১৬। ঋণের হিসাব খাতঃ

মেয়াদি ঋণ-১০১/১০২ (সংশ্লিষ্ট কম্পিউটার কোড) এবং চলতি মূলধন আকারে প্রদত্ত ঋণ-১০১৪ (সংশ্লিষ্ট কম্পিউটার কোড) খাতে যথারীতি হিসাবভুক্ত করতে হবে। তবে ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে পড়লে ব্যাংকের বিদ্যমান নিয়মে মেয়াদোত্তীর্ণ হিসাবের খাতে পরিবর্তিত হবে। অশ্রেণীকৃত ঋণ শ্রেণীকৃত হয়ে পড়লে ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে হিসাবের খাত পরিবর্তিত হবে।

১৭। ঋণ আদায়/পরিশোধ পদ্ধতিঃ

মেয়াদি ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৩৬(ছত্রিশ) মাস (ছয় মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ৩০টি মাসিক কিস্তিতে সুদসহ আদায়যোগ্য) পর্যন্ত। চলতি মূলধন ঋণের ক্ষেত্রে সমন্বয় চক্র মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবতার নিরীখে নির্ধারিত হবে। নির্ধারিত সমন্বয়চক্রে প্রথম উত্তোলনের তারিখ হতে সর্বোচ্চ ০১(এক) বছর মেয়াদি হবে। নির্ধারিত সময়ে ঋণ আদায়/সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।

১৮। অন্যান্যঃ

(ক) ইজারার সময়কালঃ

মেয়াদি/চলতি মূলধন ঋণের জন্য ইজারা প্রাপ্ত জমি/পুকুরের/জলাশয়ের ক্ষেত্রে ইজারার সময়কাল ন্যূনতম ০৩(তিন) বছর হতে হবে।

(খ) চাষ পদ্ধতি ও বিভিন্ন কলাকৌশল সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত ও প্রযুক্তিগত পরামর্শের জন্য জেলা/উপজেলা কৃষি /প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তার সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

১৯। তত্ত্বাবধান ও পরিধারণ ঃ

শাখার মাঠকর্মী, শাখা ব্যবস্থাপক নিবিড় তদারকির মাধ্যমে ঋণের ব্যবহার, ঋণ হিসাব পরিচালনা, যথাসময়ে আদায় নিশ্চিতকরণসহ, তত্ত্বাবধান ও পরিধারণ কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। মাছ চাষে এবং কৃষি উৎপাদনে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি, লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং সম্ভাবনাময় এ খাতে কৃষি ব্যাংকের ভূমিকা জোরদার করার লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় ও মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে এ ধরণের ঋণ সময় সময় পরিদর্শন করে শাখা ও চাষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ খাতে ঋণদান জোরদারকরণ ও চাষীদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সম্ভাবনাময় প্রতি অঞ্চলে চাষের জন্য গুনগত মান সম্পন্ন ভাল ঋণ বিতরণ করতে হবে। ঋণ সমূহের যথাযথ সদ্ব্যবহার যাচাই নিশ্চিত করতে হবে এবং সঠিক সময়ে ঋণ সমূহ যাতে আদায় নিশ্চিত হয় সেদিকে সর্বদা সর্তক দৃষ্টি রাখতে হবে।

২০। পরিদর্শন ও যাচাই ঃ

নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ শাখা পরিদর্শন কালে এ কর্মসূচির আওতায় বিতরণকৃত ঋণ সমূহের মঞ্জুরি ও বিতরণের যথার্থতা পরীক্ষা/পর্যালোচনা করবেন। তাছাড়া ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষাকালে ঋণের সদ্ব্যবহার যাচাই করতে হবে।

২১। প্রতিবেদন প্রেরণ ঃ

এ কর্মসূচির আওতায় শাখা কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের শাখা/অঞ্চলওয়ারী অগ্রগতির প্রতিবেদন বিভাগীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে নিম্নোক্ত ছকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

(লক্ষ টাকায়)

শাখার নাম /অঞ্চল	ঋণ বিতরণ		আদায়যোগ্য ঋণ		আদায়কৃত ঋণ		শ্রেনীকৃত ঋণ		অনাদায়ী ঋণ স্থিতি	
	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ

০১/১৪/২০২২

(চানু গোপাল ঘোষ)
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক
পরিকল্পনা ও পরিচালন মহাবিভাগ এর দায়িত্বে

চলমান পাতা-০৫

নং-প্রকা/ক্রেঃবিঃ/শাখা-১/৩(৮)/২০২২-২০২৩/ তারিখঃ ০১/১১/২০২২

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

২। স্টাফ অফিসার, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ১, ২ ও ৩ মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়/বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা।

৪। অধ্যক্ষ, বিকেবি, স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।

৫। সকল উপমহাব্যবস্থাপক/সচিব, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

৬। উপমহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস্, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। **উপরোক্ত পরিপত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।**

৭। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।

৮। উপমহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, সকল কর্পোরেট শাখাসমূহ।

৯। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ।

১০। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।

১১। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

১২। নথি / মহানথি।

১/১১/2022

(মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম)
উপমহাব্যবস্থাপক